শিক্ষাই আলো

শিক্ষাই শক্তি

এ. কে. স্কুল এন্ড কলেজ

৬১৬, দনিয়া, ঢাকা-১২৩৬

০২-২২৪৪৫৮৬১৩

০১৭১৫-১৭৯৪০৭, ০১৮২৫-৩৫৪৩৯৬

akhighschool71@yahoo.com

www.akschooland college.edu.bd

"অধ্যক্ষের বাণী"

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নতি ও অগ্রগতি নির্ভর করে দেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপর। একটি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই পারে একটি জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করে দেশ গঠনে এগিয়ে নিতে। মানসম্পন্ন শিক্ষা ও মানবিক গুণসম্পন্ন দক্ষ নাগকির গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ. কে. স্কুল এন্ড কলেজ। শিক্ষার আলো দিয়ে দেশ ও জাতিকে সমৃদ্ধ করার এক মহান ভূমিকা পালন করছে এই প্রতিষ্ঠান।

ঐতিহ্যবাহী এ. কে. স্কুল এন্ড কলেজ মেধা বিকাশের দিক থেকে ভূয়সী প্রশংসার অধিকারী। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটির ফলাফল ঈর্ষণীয়। গুণগতমান, সহশিক্ষা কার্যক্রম, শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ অতি দ্রুত প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি ছড়িয়ে গিয়েছে সারা বাংলাদেশে। অত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে জ্ঞান অর্জন করে বহু শিক্ষার্থী বিভিন্ন অঙ্গনে সাফল্যের আলো ছড়াচ্ছে, পরিণত হয়েছে জ্ঞানচর্চার মহীরুহে। সার্বিক দিক বিবেচনায় এই বিদ্যায়তনটি দেশের প্রথম শ্রেণির উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা বলতে কেবল গণ্ডিবদ্ধ সিলেবাস দ্বারা নীরস অনুশীলন নয়; একই সাথে শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে, তার মেধা ও মননশীলতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আমরা চাই শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবই পড়ুক জ্ঞান অর্জনের জন্য, আর একই সাথে সাহিত্য চর্চা এবং সহশিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করুক, যাতে করে পুথিগত বিদ্যার পাশাপাশি দক্ষতাও রপ্ত করতে পারে। এজন্য শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি খেলাধূলা, বিতর্ক, বিজ্ঞান ক্লাব, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, আইসিটি ক্লাব, স্কাউট ও নানা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে ঈর্ষণীয় ফলাফলের মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের স্বাক্ষর রেখে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দীপ্তমান।

অতীতের সুদৃঢ় পদচারণা ও সাফল্যগাথা মাথায় রেখে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম শ্রেণি থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের প্রকৃত জ্ঞাননির্ভর, কষ্টসহিষ্ণু, সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বের গুণাবলিসম্পন্ন আগামী দিনের আলোকিত বৈশ্বিক নাগরিক গড়ে তোলার প্রত্যয়ে এ বিদ্যাপিঠে স্বাগত জানাই।

মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন
বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (পদার্থ বিজ্ঞান)
অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

দেশের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ. কে. স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী ফাহমিদা বানু এস.এস.সি পরীক্ষায় সারা দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে।

বিগত ৮ বছরের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ফলাফল

পাশের বছর	মোট পরীক্ষার্থী	মোট পাস	জিপিএ-৫	পাশের হার
২০১৭	১২৭৫	১২৬২	৬৭৩	৯৮.৯৮%
২০১৮	১১৭৭	১১৫৪	৩৫০	৯৮.০৫%
২০১৯	১৩০৪	১২৯৭	৩২৯	৯৯.৪৬%
২০২০	১৩৬৭	১৩৬০	৪৫৮	৯৯.৪৯%
২০২১	১৩৮৭	১৩৭৩	৪৫৮	৯৯.২১%
২০২২	১৩১৫	১২৭৯	৫০০	৯৭.২৬%
২০২৩	১৩১৭	১২৯২	৩৬৯	৯৮.১০%
২০২৪	১৪০৪	১৩৮৫	৫০০	৯৮.৬৫%

ক্লাস পার্টির কিছু আনন্দঘন মুহূর্ত

প্রত্যাহিক সমাবেশ

ওয়াল ম্যাগাজিন ও ইংলিশ কার্নিভাল

তথ্যসূচি

- বিদ্যালয়ের পরিচিতি
- সহ-শিক্ষায় এ. কে. স্কুল এন্ড কলেজ
- শিক্ষা-শৃঙ্খলা-চরিত্র এর সুসমন্বয়ে এ. কে. স্কুল এন্ড কলেজ
- ভর্তি পদ্ধতি
- পোশাক
- অনলাইনে প্রাপ্ত সুবিধা
- মূল্যবোধ ও প্রতিজ্ঞা
- স্কাউট ও বিভিন্ন কর্মকান্ডের ছবি

বিদ্যালয়ের পরিচিতি

বিদ্যালয় হলো প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান অর্জনের একটি সুপ্রশস্ত পরিমণ্ডল। জ্ঞানের পবিত্র আলো জ্বালিয়ে যে প্রতিষ্ঠানটি বহু দিন ধরে মানুষ গড়ার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে যাচ্ছে তার নাম এ. কে. উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ তথা শিক্ষাবোর্ডের শিক্ষাঙ্গনে প্রদীপ্ত নক্ষত্রের ন্যায় স্বমহিমায়, স্ব-গৌরবে সমুজ্জ্বল রয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের অগণিত শিক্ষার্থী আজ দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সম্মানজনক অবস্থায় আছে, যা বিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকে গৌরবান্বিত করেছে।

আমাদের এই প্রাণপ্রিয় এ. কে. উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের জন্ম হয় একটি জনকল্যাণ সমিতির শুভ চিন্তা ও ঐকান্তিক প্রয়াসের মাধ্যমে যার আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৬৮ সালে। তৎকালীন দনিয়া এলাকার জনগোষ্ঠীর মাঝে কোন বৃহৎ বিদ্যালয় না থাকায় সম্মানিত এলাকাবাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে একটি বিদ্যালয় স্থাপনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জনকল্যাণ সমিতির সদস্যগণ এবং দনিয়া প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে ১৯৭১ সালের ১ জানুয়ারি 'দনিয়া হাই স্কুল' নামকরণের মাধ্যমে এর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। এই জনকল্যাণ সমিতি কর্তৃক পরিচালিত দনিয়া হাই স্কুলের প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসেবে জনাব মো. মনসুর আলী ভূঁইয়া এবং সহকারী শিক্ষক হিসেবে মো. জহির আলম, রাখাল চন্দ্র সরকার ও ডা. নূরুল ইসলামকে নিয়োগ প্রদান করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই বিদ্যালয়ে পাঠদান হতো সমিতির ঘরে আর অফিস ছিল দনিয়া প্রাইমারি স্কুলের একটি কক্ষে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্কুলের জন্য আরো বৃহৎ পরিসর ও স্থায়ী জায়গার প্রয়োজন হয়। জনকল্যাণ সমিতির সদস্যগণ অত্র সমিতির সদস্য দানবীর জনাব মো. আসকর আলী ব্যাপারীকে স্কুলের জন্য জমি দান করার প্রস্তাব দিলে তিনি উক্ত প্রস্তাবে সানন্দে রাজি হয়ে স্কুলকে জমি প্রদান করেন যা বর্তমানে এ.কে. উচ্চ বিদ্যালয়ের পুরাতন ভবন নামে পরিচিত। এই দানকৃত জমিতে স্কুলের জন্য তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি লম্বা টিন সেড ঘর নির্মাণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে জনাব মো. আসকর আলী ব্যাপারীর নামে বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় 'এ. কে. উচ্চ বিদ্যালয়'। এলাকার একটি ছোট্ট সমিতির অফিস ঘর থেকে 'দনিয়া হাই স্কুল' নামে এর শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়ে পরবর্তীকালে দেশের অন্যতম স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ. কে. উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের ধারা অব্যাহত। ১৯৮১ সালে এস.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম বৎসর অংশগ্রহণ করে সুনাম অর্জন করে। ১৯৯৫ সালে কলেজ শাখা হিসেবে অনুমোদন লাভ করে এবং কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়। ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠানের ২য় ক্যাম্পাস দনিয়া এলাকার পাটের বাগে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটির ৩য় ক্যাম্পাস 'কলেজ শাখা' ডেমরা ভাঙ্গাপ্রেস নামক স্থানে বৃহৎ পরিসরে বিনির্মাণ করা হয়েছে ২০২১ সালে।

আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জনকল্যাণ সমিতির সকল সদস্যকে, জমিদানকারী জনাব মো. আসকর আলী ব্যাপরীকে এবং দনিয়া প্রাইমারি স্কুলের সেই সকল শিক্ষককে, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে একটি সফল ও আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুপরিচিতি লাভ ও খ্যাতি অর্জন করেছে। বিনয়ের সাথে স্মরণ করি সূচনালগ্ন থেকে অদ্যবধি সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে, যারা এ বিদ্যালয়ে নিরলসভাবে নিষ্ঠার সাথে পাঠদান প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিলেন এবং আছেন।

মহান আল্লাহ-তায়ালর কাছে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন ও প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করি।

তথ্যদাতা- বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মনসুর আলী ভূঁইয়া, প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক, এ.কে. স্কুল এন্ড কলেজ (সাবেক দনিয়া হাই স্কুল)

এ. কে. স্কুল এন্ড কলেজ ক্যাম্পাসে জাতীয় বিজ্ঞান মেলা

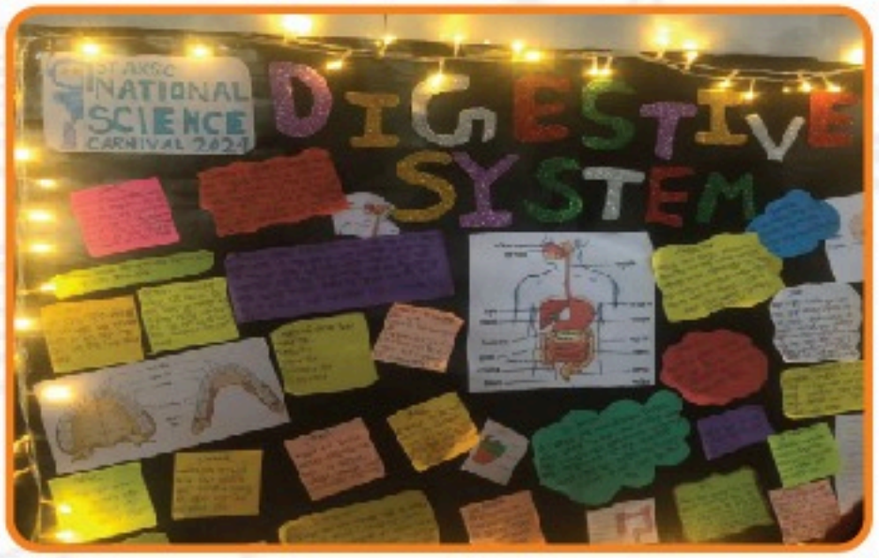

শিক্ষা-শৃঙ্খলা-চরিত্র এর সুসমন্বয়ে এ. কে. স্কুল এন্ড কলেজ

- প্রতিদিন ক্লাস শুরুর অন্তত: ১০ মিনিট পূর্বে স্কুলে উপস্থিত থাকতে হবে।
- স্কুলের অনুমোদিত পোশাক পরিধান করে এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে স্কুলে আসতে হবে।
- ক্লাস রুটিন অনুযায়ী বই, খাতা, পেন্সিল, শার্পনার, রাবার, স্কেল ইত্যাদি নিয়ে আসতে হবে।
- ক্লাসের ডায়েরী, HW, CW খাতা নিয়মিত সংরক্ষণ করতে হবে।
- বিদ্যালয়ে মোবাইল, স্টিলের স্কেল, এন্টি কাটার, কাঁচি প্রভৃতি আনা যাবে না।

ভর্তি পদ্ধতি

- প্রতি বছর নভেম্বর মাসে সরকারী নির্দেশনা মেনে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়।
- প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীকে ভর্তি ফরম ও নির্দেশিকা বাবদ ২০০/- (দুইশত) টাকা জমা দিয়ে বিদ্যালয়ের অফিস থেকে ভর্তি ফরম সংগ্রহ করতে হবে।
- নির্ধারিত তারিখে লটারী/পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়।

ভর্তি ফি ও বেতন

শ্রেণি	সেশন চার্জ	ভর্তি ফি	মোট	মাসিক বেতন
১ম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি	৫,০০০/-	৭০০/-	৫,৭০০/-	৭০০/-
৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি	৬,৬০০/-	৮০০/-	৭,৪০০/-	৮০০/-
৯ম শ্রেণি	৭,৬০০/-	১,০০০/-	৮,৬০০/-	১,০০০/-

পোশাক (ছাত্র/ছাত্রী)

(ক) ছাত্রীদের জন্য: ব্লু কালারের কামিজ, সাদা পায়জামা, সাদা ওড়না ও ক্রস বেল্ট।
(খ) ছাত্রদের জন্য: সাদা শার্ট, নেভি ব্লু কালারের প্যান্ট।

বি: দ্র: সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সাদা কেড্স, সাদা মোজা এবং বিদ্যালয়ের নির্ধারিত টাই ও মনোগ্রাম ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

(শীতকালে সকল ছাত্র-ছাত্রীর জন্য লাল রংয়ের সোয়েটার কার্ডিগান ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক)

অনলাইনে প্রাপ্ত সুবিধা ও ছবি

একজন অভিভাবক ও শিক্ষার্থী স্কুল ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার, ফেইসবুক পেজ ও স্কুল-ওয়েবসাইটের মাধ্যমে স্কুলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সম্পর্কিত উন্নতি ও তথ্যসহ নিম্নবর্ণিত সুবিধাদি পাচ্ছেন:.

- শিক্ষার্থী-সম্পর্কিত তথ্যাদি
- পরীক্ষার ফলাফল
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি
- শৃঙ্খলাজনিত ঘটনাবলি
- বিভিন্ন ইভেন্ট
- নোটিশ
- অনলাইন ভর্তি
- ডিজিটালাইজড শ্রেণিকক্ষ
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ফি ও চার্জ-এর রেকর্ড দেখতে পারবেন এবং অনলাইনে বিকাশ ও নগদের মাধ্যমে বেতন/চার্জ পরিশোধ করতে পারবেন।

মূল্যবোধ ও প্রতিজ্ঞা

অবশ্য পালনীয়:

১। সুন্দর-সুশৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবো।
২। সর্বদা সত্য বলবো এবং সৎ চিন্তা ও সৎ কর্মে অনুপ্রাণিত হবো।
৩। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ থাকবো এবং আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখবো।
৪। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হৃদয়ে ধারণ করবো।
৫। সব ধরনের অসামাজিক কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকবো।

পালনীয়:

১। সর্বদা ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করবো এবং আশাবাদী থাকবো।
২। সর্বদা ধৈর্যশীল ও সহিষ্ণু হবো।
৩। প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পদ অপব্যবহার ও নষ্ট করবো না।
৪। যেখানে-সেখানে ময়লা আবর্জনা ফেলবো না।

স্কাউট ও বিভিন্ন কর্মকান্ডের ছবি

৬১৬, দনিয়া, ঢাকা-১২৩৬

০২-২২৪৪৫৮৬১৩

০১৭১৫-১৭৯৪০৭, ০১৮২৫-৩৫৪৩৯৬

akhighschool71@yahoo.com

www.akschooland college.edu.bd